أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 85) www.motaher21.net

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم

"ওসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে।"

" Take witnesses when making bequests"

সুরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-১০৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অসিয়ত করতে থাকে তখন তার জন্য সাক্ষ্য নির্ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী করতে হবে। অথবা যদি তোমরা সফরের অবস্থায় থাকো এবং সেখানে তোমাদের ওপর মৃত্যু রূপ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে দু'জন অমুসলিমকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। তারপর কোন সন্দেহ দেখা দিলে নামাযের পরে উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবেঃ "আমরা কোন ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, সে কোন আত্মীয় হলেও (আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবো না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তের সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করবো না। এমনটি করলে আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।"

১০৬ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী ও আদী বিন বাদ্দার ও তাদের সাথে বানী সাহাম গোত্রের একজন লোক সফরে বের হল। পথিমধ্যে এমন জায়গায় বানী সাহাম গোত্রের লোকটি মারা গেল যেখানে কোন মুসলিম ব্যক্তি ছিল না।

যখন উভয় জন (তামীম আদ্ দারী ও আদী) তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে আগমন করল তখন তারা রৌপ্যের একটি পেয়ালা হারিয়ে ফেলেছিল যা ছিল স্বর্ণ দ্বারা প্রলেপ দেয়া। (যখন জমা দিতে লাগল) তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কায় এ পেয়ালাটি পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, আমরা তামীম ও আদীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদার থেকে দু'জন আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলল: তাদের থেকে আমাদের উভয়ের সাক্ষ্য অধিক সত্য। পেয়ালাটি আমাদের মৃত ব্যক্তির। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: এদের ব্যাপারে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। (সহীহ তিরমিযী হা: ২৭৮০)

কোন ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কিছু অসিয়ত করতে চাইলে তার উচিত, সেই অসিয়ত লিখে রাখা এবং এ বিষয়ে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা। আর যদি সফরে থাকে এমনতাবস্থায় কোন মুসলিমকে কাছে না পায় তাহলে ইয়াহূদ, খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে।

যদি অসিয়তকারী মৃত ব্যক্তি তার ওয়ারিশগণের ব্যাপারে সন্দেহ করেন যে, যাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তাদের সাথে খিয়ানত অথবা অসিয়ত পরিবর্তন করতে পারে এমতাবস্থায় সালাতের পর সমস্ত মানুষের সামনে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করানো হবে, তারা বলবে আমরা এ শপথের বিনিময়ে দুনিয়ার কোন মূল্য গ্রহণ করব না এবং গোপনও করব না।

(فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا)

'যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে' অর্থাৎ যদি বুঝা যায় তারা উভয়ে মিথ্যা শপথ করেছে, সম্পদে খিয়ানত করেছে, তাহলে যারা ওয়ারিশ তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী থাকবে আর বলবে: তারা (পূর্বে যারা সাক্ষী ছিল) উভয়ে খিয়ানত করেছে তাদের সাক্ষীর চেয়ে আমাদের সাক্ষী অধিক মজবুত।

(ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ)

‘এ পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকেরা যথাযথ সাক্ষ্যদান করবে’অর্থাৎ এখানে যে উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা উক্ত নির্দেশে নিহিত আছে। আর তা এই যে, উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে যাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তারা সঠিক সাক্ষী দেবে। কেননা তাদের এ আশঙ্কা হবে যে, যদি আমরা খিয়ানত করি অথবা মিথ্যা বলি অথবা পরিবর্তন করি তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

'তোমাদের মধ্য হতে' এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, 'মুসলমানদের মধ্য হতে', আবার কেউ বলেন, অসিয়তকারীর গোত্রের মধ্য হতে। অনুরূপ 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে' এরও দুটি ভাবার্থ হতে পারে, অর্থাৎ অমুসলিম (আহলে কিতাব) হতে পারে অথবা অসিয়তকারীর গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রের লোক উদ্দেশ্য হতে পারে।

কেউ যদি সফরকালে কঠিন রোগ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যাতে তার বাঁচার আশা না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সফরে দু'জন ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রেখে যা অসিয়ত করতে চায় করবে।

অর্থাৎ, (মৃত ব্যক্তি) অসিয়তকারীর ওয়ারেসগণের মধ্যে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তারা খেয়ানত অথবা পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে এমতাবস্থায় নামাযের পর সমস্ত মানুষের সামনে তাদেরকে (আল্লাহর নামে) শপথ করানো হবে; তারা বলবে, 'আমরা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করছি না; অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করছি না।'

এ থেকে জানা যায়, মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে কেবলমাত্র তখনই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কোন মুসলমান সাক্ষী পাওয়া যায় না।

☆ আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,কারো মৃত্যুর সময় অসিয়ত করতে চাইলে দু'জন ন্যায়পরায়ন সাক্ষী মুসলমানদের মধ্য থেকে রাখতে হবে। আর যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে সাক্ষী না পাওয়া যায়, যেমন প্রবাসে, তাহলে অমুসলিমদের থেকেও সাক্ষী রাখা যাবে। আর সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে কসম খেতে বলা হবে যাতে তারা আল্লাহর ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে।

অসিয়ত সম্পর্কে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সূরা নিসার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর অসিয়াত করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কেউ চাইলে উত্তরাধিকারীর বন্টনের সময় যদি কোন ঋণ থাকে তা পরিশোধ করার পর অসিয়ত কার্যকর করার পর সম্পদ সম্পত্তি বন্টন করা হবে। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে যাদেরকে শরীয়ত উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছে তাদের নামে কোন অসিয়ত করা যাবেনা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সফরে অসিয়ত করা শরীয়তসম্মত।

২. অসিয়তে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব।

৩. মুসলিম না পাওয়া গেলে অমুসলিমকে সাক্ষী বানানো যাবে।

৪. সংশয় হলে সাক্ষীকে শপথ করানো যাবে।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-২৯

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজেকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

[২] আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল' শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায়ভাবে'। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

[৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহঃ ২১৮৫] এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে- পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে-যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে"। [বুখারী: ২১০৭]

[৪] এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহর রিযক ও আল্লাহর হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

[৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে

থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

لِ (অন্যায়ভাবে) এর মধ্যে ধোঁকা-প্রতারণা এবং জাল-জুয়াচুরি, ছল-চাতুরী ও ভেজাল মিশ্রিত করা সহ এমন সব ব্যবসা ও অর্থ উপার্জনের পদ্ধতিও শামিল, যা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। যেমন, জুয়া, সুদ ইত্যাদি। অনুরূপ নিষিদ্ধ হারাম জিনিসের ব্যবসা করাও অন্যায়ভাবে পরের মাল ভক্ষণ করার শামিল। যেমন, বিনা প্রয়োজনের ছবি তোলা, গান-বাজনা বা ফিল্ম তথা অশ্লীল ছবির ক্যাসেট, সিডি বা তার প্লেয়ার যন্ত্র ইত্যাদি তৈরী করা, বিক্রি করা এবং মেরামত করা সব কিছুই নাজায়েয।

এর জন্যও শর্ত হল, এই আদান-প্রদান হালাল জিনিসের হতে হবে। হারাম জিনিসের ব্যবসা আপোসে সম্মতিক্রমে হলেও তা হারাম হবে। তাছাড়া আপোসের সম্মতিতে 'খিয়ারে মজলিস'-এর বিষয়ও এসে যায়। অর্থাৎ, যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে পৃথক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বানচাল করার অধিকার থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে, ((البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا)) "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ততক্ষণ পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এখতিয়ার থাকে, যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

এর অর্থ আত্মহত্যাও হতে পারে, যা মহাপাপ। আর পাপ করাও হতে পারে, কেননা তাও ধ্বংসের কারণ হয়। আবার কোন মুসলিমকে হত্যা করাও হতে পারে। কারণ, সকল মুসলিম একটি দেহের মত। কাজেই কোন মুসলিমকে হত্যা করা মানেই নিজেকে হত্যা করা।

“অন্যায়ভাবে” বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। “লেনদেন” মানে হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। পারস্পরিক রেজামন্দি অর্থ হচ্ছে, কোন বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত রেজামন্দি থাকে কিন্তু আসলে এই রেজামন্দির পেছনে থাকে অক্ষমতা। প্রতিপক্ষ নিজের অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অন্যন্যোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে রেজামন্দিই মনে হয়। কিন্তু আসলে জুয়াতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে

অংশগ্রহণে রাজি হয়। পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির কারবারেও বাহ্যত রেজামন্দিই দেখা যায়। কিন্তু এখানেই রেজামন্দির পেছনে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারনা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহলে সে কখনো এতে রাজি হবে না।

এ বাক্যটি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। একে যদি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধ ভাবে আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারে না এবং আখেরাতে এর কারণে মানুষ কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হয়। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না। দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ এক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠন করেছেন যার ফলে এই তিনটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তিনটি অর্থই সত্য।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের শুভাকাংখী। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৯ ও ৩০ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের দিন বলেন,

فَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

(রাঃ) তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান আজকের দিনের মত হারাম। (সহীহ বুখারী হা: ৬৬৬৭) অর্থাৎ আজকের দিন যেমন রক্তপাত করা, যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম তেমনি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, অন্যের সম্পদ খাওয়া ও সম্মানহানি করা হারাম।

এ অন্যায়ে সকল অন্যায় শামিল। যেমন চুরি, ডাকাতি ছিনতাই, সুদ ইত্যাদি।

তবে একে অপরের সম্পদ খেতে পারবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে। শর্ত হল ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে হালাল বস্তুতে হালাল পন্থায় হতে হবে।

তাই সকল হারাম বস্তু- যেমন বিড়ি, সিগারেট, নেশাজাতিয় দ্রব্য ও পণ্য এবং গানের সিডি, অশ্লীল ছবি ছাড়াও আরো যত হারাম বস্তু ও হারাম বস্তুর মাধ্যম রয়েছে সেগুলোকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, সেগুলো উৎপাদন করা, সরবরাহ করা এবং সেসব কাজে সহযোগিতা করা ও চাকুরী করা হারাম।

কেননা এগুলোতে নিজের কায়িক শ্রম হালাল থাকলেও মূল বস্তু হারাম। তাই ব্যবসায় হতে হবে হালাল বস্তুতে এবং হালাল পন্থায় এবং উভয়ের সন্তুষ্টিতে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)

"এবং নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে প্রসারিত কর না" (সূরা বাকারাহ ২:১৯৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬০৪৮)

সুতরাং ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববিধ বিধান নিশ্চিত করেছে। মুসলিম জাতি যদি ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলে তাহলে অন্য কোন মানবাধিক সংস্থার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। ইসলামই তাদের জন্য যথেষ্ট।

☆ আলোচ্য আয়াতে একে অপরের সম্পদ আন্যায়ভাবে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিভাষার বিচারে খেয়োনা বলতে যে কোনভাবে ভোগ দখল বা হস্তক্ষেপ করোনা বুঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে অথবা অন্যকোন পন্থায় ব্যবহার বা দখল করেই হোকনা কেন। কেননা সাধারণভাবে সম্পদের যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়। যদিও সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু না হয়।

এখানে অন্যায় পন্থা বলতে বুঝায় যাহা শরীয়াত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই নাজায়েয। যেমন, ডাকাতি, চুরি, আত্মসাত, বিশ্বাস ভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি। এমনকি স্বাভাবিক ব্যবসাও পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এখানে আরেকটা অর্থও হতে পারে সমস্ত সম্পদ যাহা কোন ট্রাস্ট। কোন সামাজিক সংস্থা অথবা অন্য কারো সম্পদ যার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে নষ্ট না করাও বুঝায়। এবং বৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার ইংগিতও রয়েছে। অতঃপর নিজেদের হত্যা করোনা দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে সম্পদ নষ্ট করা নিজেদেরকে হত্যা করার শামিল। বাহ্যিক অর্থ এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা যেন কোন প্রকার সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা না করি। এবং একে অপরকে হত্যা না করি। এমনকি এটা থেকে আত্মহত্যা না করার আদেশও বুঝা যায়। পরিশেষে আল্লাহপাক আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে তিনিই আমাদের বেশী কল্যাণকামী। অতএব আমাদের উচিত তাঁরই আদেশ নিষেধসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা যাতে আমরা সত্যিকার অর্থে কল্যাণ লাভ করতে পারি। কারণ এছাড়া আর কোন পন্থায় কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অন্যায়ভাবে মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া হারাম।

২. হালাল বস্তু ও পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ।

৩. কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বা নিজেকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম।

৪. জান, মাল, সম্পদ ও সম্মান সকল অধিকার ইসলাম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-৩৩

وَ لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَ الۡاَقۡرَبُوۡنَ ؕ وَ الَّذِیۡنَ عَقَدَتۡ اَیۡمَانُكُمۡ فَاٰتُوۡهُمۡ نَصِیۡبَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدًا

আর বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে আমি তাদের হকদার নির্ধারিত করে দিয়েছি। এখন থাকে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অঙ্গীকার আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিশ্চিত জেনে রাখো আল্লাহ সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৩৩ নং আয়াতের তাফসীর:

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০,৬৭৪৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন ‘আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে’ এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহর বাণী ‘আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার’। [সূরা আল-আনফাল:৭৫; আল-আহযাব:৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

مَوَالِ ْ 'মাওয়ালী' হলমَوْلَى

'মাওলা'র বহুবচন। কয়েকটি অর্থে এটি ব্যবহার হয়। যেমন, বন্ধু, স্বাধীন করা ক্রীতদাস, চাচাতো ভাই এবং প্রতিবেশী। এখানে এর অর্থ হল ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী-পুরুষের ত্যক্ত সম্পদের ওয়ারেস হবে তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়রা।

এই আয়াত রহিত, না রহিত নয় এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জারীর প্রভৃতি মুফাসসিরগণ এটিকে রহিত মানেন না এবং أَيْمَانُكُمْ (অঙ্গীকার বা চুক্তি) বলতে এমন শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝিয়েছেন যা একে অপরের সাহায্যের জন্য ইসলামের পূর্বে দুই ব্যক্তি অথবা দু'টি গোত্রের মধ্যে করা হয়েছে এবং ইসলামের পরেও তা বহাল আছে। نَصِيْبَهُمْ (অংশ) বলতে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার রক্ষা স্বরূপ পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করাকে বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে কাসীর এবং অন্য কিছু মুফাসসিরদের নিকট এ আয়াত রহিত। কেননা, أَيْمَانُكُمْ (অঙ্গীকার বা চুক্তি) বলতে তাঁদের নিকট সেই অঙ্গীকার, যা হিজরতের পর আনসারী ও মুহাজির সাহাবাগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে হয়েছিল। এতে একজন মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর মালের তাঁর আত্মীয়দের পরিবর্তে ওয়ারেস হতেন, কিন্তু এটা যেহেতু কেবল সাময়িক ব্যবস্থা স্বরূপ ছিল, তাই পরে [وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ] "যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পরের বেশী হকদার।" (আনফালঃ ৭৫) আয়াত নাযিল করে তা রহিত করে দিলেন। [فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ] (তাদের (প্রাপ্য) অংশ তাদেরকে প্রদান কর) এর অর্থ বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও এক অপরের সহযোগিতা; অনুরূপ অসীয়ত স্বরূপ কিছু দেওয়াও এর মধ্যে শামিল। বন্ধুত্বের বন্ধন এবং শপথ, অঙ্গীকার বা চুক্তিবন্ধন অথবা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে ওয়ারেস হওয়ার কথা এখন আর ধারণাই করা যাবে না। আলেমদের একটি দল এ থেকে এমন দুই ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, যাদের কমপক্ষে একজনের কোন ওয়ারেসই নেই। তারা পরস্পর এই চুক্তি করে যে, আমি তোমার বন্ধু। কোন অপরাধ করে ফেললে তুমি আমার সাহায্য করো। আর আমাকে হত্যা করা হলে, আমার রক্তপণ তুমি নিয়ে নিও। ফলে এই ওয়ারেসহীন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মাল উক্ত ব্যক্তি নিয়ে নেবে। তবে শর্ত হল, সত্যিকারেই যেন তার কোন ওয়ারেস না থাকে। অন্য একদল আলেম আয়াতের আরো এক অর্থ বর্ণনা করেছেন; তাঁরা বলেন, [وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ] (যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ) থেকে স্ত্রী ও স্বামীকে বুঝানো হয়েছে এবং এর সম্পর্ক হল, الأَقْرَبُوْنَ (আত্মীয়-স্বজন) এর সাথে। অর্থ দাঁড়াবে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী), তারা যা কিছু ছেড়ে যাবে, তাদের হকদার (ওয়ারেস) আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। অতএব এই হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অর্থাৎ, পূর্বের আয়াতে বিস্তারিতভাবে মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তার প্রতি আরো একটু তাকীদ করা হয়েছে।

আরববাসীদের নিয়ম ছিল, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি ও অঙ্গীকার হয়ে যেতো, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এভাবে যাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হতো, সেও পালক পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে যেতো। এই আয়াতে জাহেলিয়াতের এই পদ্ধতিটি বাতিল করে বলা হয়েছে, মীরাস তো আমার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তবে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অঙ্গীকার আছে তাদেরকে তোমরা নিজেদের জীবদ্দশায় যা চাও দিতে পারো।

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! পুরুষেরা যুদ্ধ করে, আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যুদ্ধ করতে পারি না তাই শহীদও হতে পারি না। আবার আমরা মীরাস পুরুষের অর্ধেক পাই। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়

(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ) ।

(তিরমিযী হা: ৩০২২, সহীহ)

আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীর অর্থ হল: তিনি তার হিকমাত অনুযায়ী পুরুষদেরকে শারীরিক যে শক্তি দান করেছেন এবং যে শক্তির ভিত্তিতে তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এটা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ দান। এগুলো দেখে নারীদেরকে পুরুষের যোগ্যতাধীনের কাজ করার আশা করা উচিত না। বরং আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও নেকীর কাজ আগ্রহের সাথে করা উচিত। পুরুষরা ভাল কাজ করে যে প্রতিদান পাবে নারীরা ভাল কাজ করে সেই প্রতিদান পাবে। এ ছাড়া নারীদের উচিত আল্লাহ তা‘আলার নিকট অনুগ্রহ কামনা করা। এখানে আল্লাহ তা‘আলা একজনকে অন্যজনের ওপর যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা এজন্য কামনা করতে নিষেধ করেছেন যে, সে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট না। এছাড়াও এখানে হিংসা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দু’টি জিনিস ছাড়া হিংসা করা বৈধ না।

১. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন ফলে সে দিনে রাতে কুরআন তেলাওয়াত ও চর্চা করে।

২. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দিয়েছেন ফলে সম্পদ থেকে আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় ব্যয় করে। এ দু’ শ্রেণি ব্যক্তির সাথে হিংসা করা বৈধ। (সহীহ বুখারী হা: ৭৫২৮)

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নারী পুরুষকে তার মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ওয়ারিশ বানিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী موالي অর্থাৎ ওয়ারিশ বানিয়েছি।

(وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)

‘যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ’মুহাজির মুসলিমরা যখন মদীনায় আগমন করল তখন আনসারদের থেকে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গড়ে দেয়া ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই ওয়ারিশ পেত। যখন এ আয়াত নাযিল হয়

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ)

তখন ঐ সব ভ্রাতৃত্বের ওয়ারিশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর বলেছেন, (وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা কর। ওয়ারিশ পাবে না কিন্তু অসীয়ত করতে পারে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৮০)

হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) দীর্ঘ আলোচনার পর বললেন, সঠিক কথা হল জমহুরদের কথা, আর তা হল, ওয়ারিশদার ব্যক্তিগণই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ পাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ওয়ারিশ তার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রদান কর যা অবশিষ্ট থাকবে তার বেশি হকদার হল পুরুষ ব্যক্তি। (বুখারী হা: ২৭৩২, ইবনে কাসীর, ২/৩২২)

অতএব কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এ শর্তে যে, আমি মারা গেলে আপনি আমার সম্পদ থেকে অংশ নেবেন তাহলে তা গ্রহণ্যযোগ্য হবে না। এরূপ অঙ্গীকার এ

(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)

আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। (ইবনে কাসীর, ২/৩২৩)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আমল বর্জন করে শুধু আকাঙ্ক্ষা করা নিন্দনীয়।

২. হিংসা করা হারাম। কেবল দু'শ্রেণির ব্যক্তির সাথে তা বৈধ।

৩. যে ব্যক্তি শরীয়ত পরিপন্থী কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তা প্রত্যাখ্যাত।